জানাজার উদ্দেশ্যে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে খালেদা জিয়ার মরদেহ



সংগৃহীত ছবি

বিএনপির চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মরদেহ জানাজার উদ্দেশ্যে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে নেয়া হচ্ছে। জাতীয় পতাকায় আবৃত একটি গাড়িতে করে গুলশান থেকে তাকে বহনকারী গাড়িবহর রওনা দিয়েছে।

বুধবার (৩০ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা ৪ মিনিটে গুলশান অ্যাভিনিউয়ের ১৯৬ নম্বর বাসা থেকে মরদেহবাহী গাড়িবহর যাত্রা শুরু করে। এর আগে সকাল নয়টার কিছু আগে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে জাতীয় পতাকায় মোড়ানো গাড়িতে করে মরদেহ গুলশানে আনা হয়। পরে তা নিয়ে যাওয়া হয় তারেক রহমানের বাসভবনে। সেখানে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেষবারের মতো সময় কাটান খালেদা জিয়ার ছেলে তারেক রহমান। এসময় তার কন্যা জাইমা রহমানসহ নিকট আত্মীয়রা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, খালেদা জিয়ার জানাজা উপলক্ষে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। জাতীয় সংসদ ভবনের অভ্যন্তরীণ প্রাঙ্গণ, বাইরের মাঠ এবং পুরো মানিক মিয়া অ্যাভিনিউজুড়ে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। দেশের সর্বস্তরের মানুষ যেন নির্বিঘ্নে এই জাতীয় নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারেন এবং জানাজায় অংশ নিতে পারেন, সে লক্ষ্যে সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি আশপাশের সড়কগুলোতেও জনসাধারণের অবস্থানের সুযোগ রাখা হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, জানাজা শেষে বেলা সাড়ে তিনটার দিকে শহিদ রাষ্ট্রপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানের সমাধিস্থলের পাশে খালেদা জিয়াকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হবে। দাফন অনুষ্ঠানে পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা, বিদেশি অতিথি ও কূটনীতিকরা এবং বিএনপির মনোনীত নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন। দাফনকাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে নির্ধারিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কাউকে সেখানে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে না। দাফন শেষ না হওয়া পর্যন্ত শেরেবাংলা নগরের জিয়া উদ্যান এলাকায় সাধারণ মানুষের চলাচল নিয়ন্ত্রিত থাকবে।